খেলার সাথী











খেলার সাথী

যোগীন্দ্রনাথ সরকার



শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীদুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

চুপ



চুপ্ ! চুপ্ ! আমি এখন "খেলার সাথী" প'ড়্ছি,
ফের যদি গোলমাল করিস্ ত দেখ্তে পাবি !

সেই ভাল

আমি যদি হ'তাম কুকুর,
তুমি হ'তে চারু,
ভেব না যে সুখটা বেজায়
বেড়ে যেত কারু !

তোমায় তখন প'ড়্তে হ'ত
সন্ধ্যা-সকাল বেলা,
লিখ্‌তে হ'ত ক, খ, গ, ঘ,
ভুল্‌তে হ'ত খেলা।

পাঁচ দ্বিগুণে কত হয়,
এক ডাকে না হ'লে;
রামা শ্যামা এসে তোমার
কানটা দিত ম'লে।

আর, আমায় তখন বুল্‌তে হ'ত
বক্‌লেস্‌টা পরে ;
ভালবেসে ডাক্‌ত না কেউ
খাবার হাতে ক'রে।

এমন ঘরে থাক্‌তে হ'ত—
ভূতের মতো কালো,
তার চাইতে যেমন আছি,
তেম্নি থাকাই ভালো।



মামার বাড়ী

মারা যাচ্ছি মামার বাড়ী
ড়ে' তিনটি চাকার গাড়ী ;
সাম্‌নে থেকে সর্‌—
তারা, পালা যে যার ঘর !

দাঁড়িয়ে কেন পথটা জুড়ে,
'ড়্‌তে নারিস্‌ এম্‌নি কুঁড়ে,
নাই কো কি রে ডর ?—
তারা, সাম্‌নে থেকে সর্‌ !

চর বেড়েছে বুকের পাটা,
াকার তলে প'ড়্‌বি কাটা,
লুট্‌বে ধূলির 'পর ;—
তারা, সাম্‌নে থেকে সর্‌ !

গড়্‌-গড়্‌-গড়্‌ ছুট্‌ল চাকা,
দায় হ'ল যে সাম্‌লে রাখা,
মরবি তবে মর্‌ !
না হয়, সাম্‌নে থেকে সর !



ছিঁচকাঁদুনে

সত্যি এক একটা ছেলে আছে, তাদের দেখলে রাগ ধরে।
একটা কিছু হয়েছে, কি না হয়েছে, অমনি—

ভ্যা—অ্যা—অ্যা—!

তাদের কাছে যাও, কি তাদের গায়ে একটুও হাত দাও, অমনি কান্না। যেন কান্না না হ'লে এক দণ্ডও তাদের চলে না। ঘোষেদের ননী সেই রকমের ছেলে। ফণী তার খেলার গাড়ী থেকে ঘোড়াটা খুলে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, আর ননীবাবু অমনি—

ভ্যা—অ্যা—অ্যা—।

ফণীর কাজটা যে ভাল হয়েছে, তা বল্‌ছি না। কিন্তু ছেলেবেলা অমন একটু আধটু দুষ্টুমী সকলেই করে থাকে। যা হ'ক এর জন্যে কান্না কেন? একটু এগিয়ে এসে দরজার পাশটা খুঁজলেই তো হ'ত। ঐ তো ফণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। ফণী তো আর ঘোড়াটা খেয়ে ফেলেনি! তবে কাঁদবার কি দরকার! কথায় কথায় এত কাঁদ্‌লে সে কান্নার কোনই দাম থাকে না। বাপ-মায়েও বিরক্ত হন আর ভাই বোনেরাও ক্ষ্যাপাতে থাকে :—

"ছিচ কাঁদুনে নাকে ঘা,
রক্ত পড়ে চেটে খা।"



খোকার ভাবনা

হাসিমুখের হাসিটুকু
মুখেতে আজ নাই,
এ আবার কে এল হেথা
ভাব্‌ছে খোকা তাই !

মুখখানি তার অমন কেন
হ'য়ে আছে ভার ?
আজ বুঝি সে মায়ের কাছে
খুব খেয়েছে মার !

ক্ষিদের চোটে জ্বল্‌বে যখন,
খাবার কোথা পাবে ?
আমার ভাগের দুধটুকু সে
কেড়ে বুঝি খাবে ?

তা হবে না, তা হবে না —
বল্‌ছি বাপু আগে,
খাবার কেড়ে নিলে, আমি
ফেলবো কেঁদে রাগে।



ঘোড়া ঘোড়া খেলা

তোরা দেখ্‌বি যদি আয়,
সখের ঘোড়া নেচে নেচে
পবন-বেগে ধায়।

সাধ হয়েছে টুনুর মনে,
খেল্‌বে ঘোড়া দাদার সনে
ছুট্‌বে কেমন বাহার দিয়ে,
আমোদ কত তায়—
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।

তোরা দেখ্‌বি যদি আয়,
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়,
সইস্‌ হ'য়ে সাধের 'বুলি'
পিছু পিছু ধায়!

তিনটি ঘোড়া নূতন ঠাটে
খট্‌ খটা-খট্‌ ছুট্‌ছে মাঠে,
হাতের জোরে লাগাম টেনে
সাম্‌লে রাখা দায়—
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।



যেমন কুকুর তেমন মুগুর

"আঃ জ্বালিয়ে মারলে ! একেবারে জ্বালিয়ে মারলে ! নিরিবিলি ব'সে একটু মাংস খাব, তার যো-টি নেই ! কেবল কা, কা। কেন বাপু, কা, কা কর্‌বার কি আর জায়গা নাই ? এখানে কেন ? যাও না, যেখানে গেলে পেট ভর্‌বার আশা আছে, সেখানে গিয়ে কা, কা কর গে না। ভেবেছ কি মাংস পাবে ? সেটি হচ্ছে না। তোমাদের জিভ দিয়ে লাল ঝ'রছে, তা আমার কি !

—আরে ম'ল, ওটা আবার কে ? শেষে আমার লেজের ওপরেই লোভ ! আচ্ছা, দেখাচ্ছি দাঁড়াও !"

এই না ভেবে রাগে গর্ গর্ করতে করতে কুকুর যেই পিছনের কাকটাকে তাড়া করেছে, অমনি আর এক দিক্ থেকে কয়েকটা বড় বড় কাক এসে, মাংসটা নিয়ে দে পিট্টান। কুকুর ফিরে এসে দেখে মাংস নেই। আহা, বেচারার মুখের গ্রাসটা কেড়ে নিলে গো।

তখন কাকদের মজা দেখে কে ? তারা এক এক কামড় খায় আর বলে :—

"কা-আ—কা-আ—কা-
ঘরে ফিরে যা ;
আপন লেজটি গালে পুরে
চেটে পুটে খা।"

বেজায় বুদ্ধি

"বৃষ্টি ভেজা বেরিয়ে যাবে
ঠাণ্ডা লেগে শেষে,
হ্যাঁ-চো হ্যাঁ-চো হাঁচ্‌তে হবে,
প্রাণটা যাবে কেসে।

মাথায় কেন নাই কো ছাতি
গরম কাপড় গায়,
এমন দিনে জুতো মোজা
দাও নি কেন পায়?

ঝাঁপিয়ে পড়ো ডোবার জলে
আমার কথা রাখো—
পাঁকের ভিতর মুখ্‌টি গুঁজে
চুপ্‌টি করে থাকো।"



"বা-বা-বা ব্যাঙ্‌ মহাশয়,
ব'ল্‌লে তুমি ঠিক্‌।
বুদ্ধি এত যার না আছে
তার কপালে ধিক্‌।

বৃষ্টি-জলে ভিজ্‌লে পরে
অসুখ হবার ভয়,
ডোবার জলে থাক্‌লে ডুবে
শরীর ভাল রয়।"

চোরের শাস্তি

আরে কে ও পুষিমনি যে। ব্যাপারখানা কি? তবে না তুমি ভারি সাধু। ভেবেছিলে বুঝি, চুপি চুপি কাজটা সেরে মুখ মুছে ফেল্‌বে। আহা, বাছার আমার সে সাধে বাদ প'ড়লো গো! সত্যি হতভাগা ভাঁড়টার কি অন্যায়, দেখ দেখি! ভেঙ্গে কি না গলায় আট্‌কে রইল! পুষি তো আর চোর নয় ও শুধু দুধের গন্ধটা শুঁকে দেখ্‌ছিল।

সেদিনও বুঝি মাছের মুড়োর গন্ধ শুঁক্‌তে এসেছিলে! গন্ধ



শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে মুখটা আপনা আপনি হাঁ হ'য়ে প'ড়লো আর মুড়োটা এক লাফে পেটের মধ্যে ঢুকে গেল, নয়! আমি তখনি ব'লেছি এ নিশ্চয়ই পুষির কাজ! তা বাড়ীশুদ্ধ কেউ শুনলে না! পুষি না কি ভারি সাধু। মাঝে থেকে 'রাজা' কুকুরটাই মার খেয়ে ম'ল।

এবার কিন্তু আর ফাঁকি দেবার যো-টি নেই। হাতে হাতে ধরা পড়েছ। এখন ঠেলা সামলাও। আহা, বেচারার জাতও গেল, পেটও ভ'রল না দুধটা তো প'ড়ে গেছেই, এখন লাঠিটা আস্‌টা প'ড়তে বাকি আছে। চারু এসে যখন পিঠের উপর দমাদ্দম্‌ লাঠি চালাবে, তখন চুরি বিদ্যে ঘুচে যাবে। চোরের শাস্তি হওয়াই উচিত।

হাতে দড়ি, পায়ে বেড়ি
প'ড়বে এতদিনে,
এসাধু যে কেমন সাধু
ফেলবে সবাই চিনে।



প্রজাপতি

ফুলের দলের প্রজাপতি
হাসির 'পরে হাসি।
এমন শোভা দেখ্‌তে আমি
বড়ই ভালবাসি।

উড়ে উড়ে কেমন তারা
বেড়ায় নেচে নেচে ;
ইন্দ্রধনু দিয়ে পাখা,
জান কে এঁকেছে ?

যাঁর দয়াতে গোলাপ ফোটে
লোহিত বরণ মাখা,
যাঁর দয়াতে হাসির ছটায়
শিশুর আনন ঢাকা।

রবি-শশী ফুটিয়ে জগৎ
আলো করেন যিনি ;
প্রজাপতির পাখায় হেন
সাজ দিয়াছেন তিনি।



ফানুস



দেখ্‌তে বটে একটুখানি,
হাজার রঙের ঝক্‌মকানি
এই ফানুসের গায়—
কে দেখ্‌বি ছুটে আয় !

এমন বাহার কে দেখেছে !
ইন্দ্রধনু হার মেনেছে,
ভুল্‌টি নাহি তায়—
কে দেখ্‌বি ছুটে আয় ।

টুনী পাখী

এক যে টুনী, তার ছিল এক বেগুন গাছ। সেই গাছে আক্‌শি দিয়ে রোজ সে বেগুন পাড়্‌ত। বেগুনের বোঁটায় কাঁটা থাকে, তা তো জান। একদিন হয়েছে কি, টুপ্‌ ক'রে একটা বেগুন প'ড়ে টুনীর পিঠে কাঁটা ফুটে গেল। অমনি ব্যাথায় ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে সে নাপিতের বাড়ী ছুটল। নাপিত থাক্‌ত অনেক দূরে। যেতে যেতে পথে রাত হয়ে পড়্‌ল। নাপিত খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে, এমন সময় টুনী গিয়ে দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলে

নাপিত ভায়া নাপিত ভায়া'
ঘরে আছ হে ?

নাপিত। রাত্তিরেতে ডাকাডাকি কর্‌ছ তুমি কে ?
টুনী। আমি টুনী পাখী। একটা কাঁটা বের ক'রে দেবে ?
নাপিত। দূর বোকা, রাত্তিরে কি কাঁটা বের করা যায়। কাল সকালে আসিস্‌।

নাপিতের উপর চটে গিয়ে টুনী রাজার কাছে নালিশ কর্‌তে গেল—

"রাজা মশাই, রাজা মশাই,
আছ তুমি ঘরে ?"

রাজা। রাত দুপুরে কে ডাকাডাকি করে ?

টুনী। আমি টুনী পাখী। "তুমি নাপিতকে মার্‌বে?—

দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।"

রাজা। বাঃ, আমি কেন নাপিতকে মার্‌বো?

রাজার উপর চটে গিয়ে টুনী গেল লাঠির কাছে। "লাঠি, লাঠি, তুমি রাজার পিঠে পড়বে?—

রাজার নাপিত পায়না সাজা।
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।"

লাঠি, আমি কেন রাজার পিঠে পড়বো? লাঠির উপর চটে গিয়ে টুনী গেল আগুনের কাছে। "আগুন, আগুন, লাঠি পুড়াবে?—

চায় না লাঠি মার্‌তে রাজা,
রাজার নাপিত পায় না সাজা
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।"

আগুন। আমি কেন লাঠি পুড়াবো?

আগুনের উপর চটে গিয়ে টুনী গেল জলের কাছে। "জল, জল, আগুন নিভাবে?—

আগুন নাহি পুড়ায় লাঠি।
চায় না লাঠি মারতে রাজা,
রাজার নাপিত পায় না সাজা
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।"

জল। আমি কেন আগুন নিভাবো।

জলের উপর চটে গিয়ে টুনী গেল হাতীর কাছে। "হাতী, হাতী জল শুষবে ?—

জল করে না আগুন মাটি,
আগুন নাহি পুড়ায় লাঠি।
চায় না লাঠি মারতে রাজা,
রাজার নাপিত পায় না সাজা।
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।"

হাতী। আমি কেন জল শুষবো

হাতীর উপর চটে গিয়ে টুনী গেল ইঁদুরের কাছে।

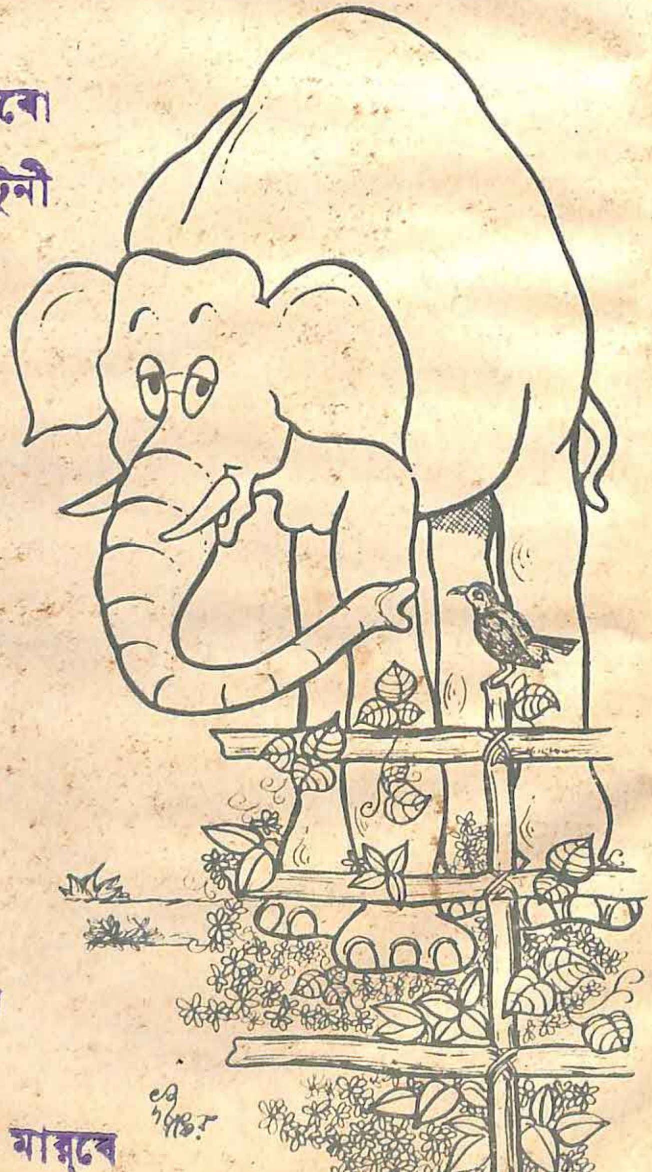
"ইঁদুর, ইঁদুর, হাতীর দাঁত কাটবে ?—

লয় না হাতী জলটা শুষি।
জল করে না আগুন মাটি,
আগুন নাহি পুড়ায় লাঠি
চায় না লাঠি মারতে রাজা
রাজার নাপিত পায় না সাজা
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।"

ইঁদুর। আমি কেন হাতীর দাঁত কাটবো ?

ইঁদুরের উপর চটে গিয়ে টুনী গেল বিড়ালের কাছে।

"বিড়াল, বিড়াল, ইঁদুর মারবে





হাতীর দাঁত না কাটে মুষি,
লয় না হাতী জলটা শুষি।
জল করে না আগুন মাটি,
আগুন নাহি পুড়ায় লাঠি !
চায় না লাঠি মারতে রাজা,
রাজার নাপিত পায় না সাজা।
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।"

বিড়াল। আমায় যদি বাটি ভ'রে দুধ এনে দিস্, তবে ইঁদুর মারি।

টুনি তখন উড়তে উড়তে গোয়ালা-বাড়ী গিয়ে বিড়ালের জন্যে এক বাটি দুধ এনে দিল। দুধটুকু খেয়ে,—

এক লাফে যায় পুষি ইঁদুর মারিতে,
ইঁদুর ছুটিল হাতীর দাঁত কাটিতে।
হাতী বলে সব জল লইব শুষিয়া,
জল বলে, আগুনের মাথা খাব গিয়া।
আগুন পোড়াতে লাঠি লাল হয়ে উঠে,
রাজাকে মারিব ব'লে লাঠি যায় ছুটে।
রাজা বলে, নাপিতেরে দিব আজ শূলে,
চতুর নাপিত বলে, কাঁটা দিব তুলে।

—এই ব'লে নাপিত ভয়ে ভয়ে ছুটে এসে টুনীর কাঁটা বের ক'রে দিল। তার পর,—

টুনীর জ্বালাও জুড়ুল
আমার কথাও ফুরুল !

কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ

কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ। বন থেকে দলে দলে পশুরা সব ফলার খেতে এসেছে। সিংহ, বাঘ, চিতা, শিয়াল, বিড়াল, ইঁদুর, ব্যাঙ কেউ আর বাকি নেই। কুমীরের বাড়ীর সামনে মস্ত উঠানে সামিয়ানা খাটান হয়েছে। তার নীচে এক দিকে সকলে বসেছে, আর এক দিকে পুরুত ঠাকুর আসন পেতে বসে, মাথা নেড়ে টিকি দুলিয়ে কুমীরকে মন্ত্র পড়াচ্ছেন। শ্রাদ্ধের ঘটা দেখে কে।

এদিকে বেলা ক্রমে বেড়েই চলেছে। শেষে পুরুত যখন আসন ছেড়ে উঠলেন, তখন দুপুর বাজতে আর দেরী নেই, এত বেলায় কারো মুখে একবিন্দু জলও পড়ে নি। আহা শুক্‌নো ঠোঁট চাটতে চাটতে বেচারাদের গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে।

ইঁদুরের পেটের জ্বালা বড় বেশী। আর থাক্‌তে না পেরে ব্যাঙটাকে ধরে সে টপ করে গিলে ফেল্লে।

ব্যাপার দেখে বিড়াল তো চটে লাল। ফলার খেতে এসে এ রকম অভদ্রতা। রাগে পুষি এমন ক্ষেপে উঠল যে, টুঁটি ছিঁড়ে ইঁদুরকে ভদ্রতা না শিখিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না।

তখন শিয়াল দেখলে হিসেব মত বিড়ালের মাংসে এখন শুধু তারই দাবী। সে দাবী কড়ায়-গণ্ডায় আদায় না ক'রে সেই-ই বা ছাড়বে কেন ?

এইবার চিতাবাঘের পালা। সে ভাবলে, "আমি ভদ্রতাও

জানি নে, দাবী-দাওয়াও বুঝি নে, আমি শুধু ধ'রবো আর টুঁটি ছিঁড়বো।" এই ভেবে শিয়ালকে জাপটে ধরে সে যা ক'রলে তা বোধ হয় না বল্লেও চলে।

চিতার কাণ্ড দেখে বাঘ একেবারে আগুন। যত চুনোপুঁটি মজা লুঠ্‌বে, আর সে ব'সে ব'সে উপোস্ ক'র্‌বে? বটে।—এর পর বাঘ যখন ফলারে মন দিলে, তখন চিতার ল্যাজের ডগাটুকুও বাদ গেল না।

পশুরাজ সিংহ আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছিলেন। ফলারের ব্যবস্থা দেখে শেষে তিনিও মেতে উঠলেন। এরপর বাঘটাকে ছিঁড়ে কুটে শেষ কর্‌তে তাঁর কতক্ষণ।

কুমীর এতক্ষণ কোথায় লুকিয়েছিল, পশুরাজ খাওয়া-দাওয়া সেরে ব'সে আছেন, এমন সময় সে এসে হাজির। ব্যাপার দেখে কুমীর মহাখুশী! এই তো আসল ফলার; একেবারে হেউ ঢেউ কাণ্ড। আয়োজন এমন প্রচুর যে; কারো একটা কথা বলবার যো-টি নেই।

কুমীর ভাবলে ভোজের ব্যাপার চুকেছে, এখন আমি নিজের যোগাড় দেখি। এই ভেবে পশুরাজকে সাপটে ধ'রে সে আপনার প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে ফেলে দিলে। রাজা অনেক আপত্তি ক'রলেন বটে, কিন্তু সবই মিছে। খিদেয় কুমীরের পেট চুপসে এতক্ষণ আমসি হ'য়েছিল, এখন সেটি ফুলে একেবারে ঢাকাই জালা। তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে ব'সে, পেটে হাত বুলাতে বুলাতে সে গুড়গুড়ি টান্‌তে লাগল।

ব্যাপার দেখে পুরুত মশাই হতভম্ব। ভাগ্যে তিনি ফলার খেতে আসেন নি। ফলারে এলে তাঁর আজ কি দশাই না হ'ত।

তিনি ডালে ডালে লাফ মারেন আর ভাবেন ঃ—

কুমীরের বাড়ী নেমন্তন্ন সহজ কথা নয়,
বিনা আয়োজনে সবাই পরিতুষ্ট হয়।
যার পেটেতে যত ধরে, ক'র্‌লে উদরসাৎ,
ঝড়্‌তি-পড়্‌তি খেয়ে কুমীর পেটে বুলায় হাত।



দুই ভাই

আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই ;
একটি দুটি পয়সা পেলে
বাড়ী ফিরে যাই ।



দুম দুমা দ্দুমদুম

ডুম-ডুমা-দ্দুম—ডুম
'খেলার সাথী' কেড়ে নিয়েছে
মোদের চোখের ঘুম
ডুম-ডুমা-দ্দুম—ডুম্ !

ডুম্-ডুমা-দ্দুম—ডুম্ ।
যেখানেতে খেলার সাথী'
সেথায় মহা ধূম –
ডুম্-ডুমা-দ্দুম – ডুম ।